॥ দীপচাঁদ কাংকারিয়ার নিবেদন ॥ অগ্রদূত পরিচালিত ॥

পারশমল দীপচাঁদ প্রযোজিত

অন্তরাল

কাহিনী :—নীতা সেন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—অগ্রদূত

সঙ্গীত : সুধীন দাশগুপ্ত
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
চিত্রশিল্পী : বিভুতি লাহা
শিল্পনির্দ্দেশক: সত্যেন রায়চৌধুরী
শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত
ব্যবস্থাপক : রমেশ সেনগুপ্ত
সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : বসির আমেদ

স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ প্রাঃ লিঃ

শব্দপুনঃযোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিও)

প্রচার সজ্জা পরিবেশনা : শিল্পী কুনাল কর, বি-টি এজেন্সী প্রভৃতি।

—সহযোগিতায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : দেবাংশু মুখোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রে : শৈলেন পাল
পরিচালনা : চন্দন চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম
সঙ্গীতে : প্রশান্ত চৌধুরী, অশোক রায়
শিল্প ও দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ
চিত্রশিল্পে : সুধাংশু মৈত্র, বৈদ্যনাথ বসাক
আলোক নিয়ন্ত্রণে :
সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, জগন্নাথ ঘোষ,
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ দে
হটো জানা, নব রাউত, ধনেশ্বর।

নেপথ্যে কণ্ঠ সঙ্গীতে: চিন্ময় লাহিড়ী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র

ঃ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ঃ

বহির্দৃশ্য গ্রহণে সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেছেন—

বাটা সু কোং

মোহরলাল দাঁর সৌজন্যে "দি আর্মারী

"পানিহাটি স্পোর্টিং"

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে রীভস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটারিতে শৈলেন ঘোষালের

তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা : পারশমল দীপচাঁদ

৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কাহিনী

কুসুমপুরের সুখী পরিবার বলতে কল্যাণী চৌধুরীর বাড়ীর কথাই মনে হয় সবার আগে। স্বামী মারা যাবার পর দুটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে নিয়ে কল্যাণী ছোট্ট সহর কুসুমপুরে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন, তাঁরই বাবার দিয়ে যাওয়া বাড়ীখানিতে। স্বামী শিবনাথ যৌবনেই বিপথগামী হয়েছিলেন এবং বিবাহিত জীবনে একটি দিনের জন্যেও সুখ বা শান্তি পাননি কল্যাণী। পরে শিবনাথ যুদ্ধে যোগ দেন এবং নিজেদের একটি ঘাঁটি রক্ষা করতে গিয়ে শত্রুর গুলিতে মারা যান। সরকার মৃত শিবনাথকে দিয়েছিলেন বীরের সম্মান এবং তার বিধবা স্ত্রীকে দিয়েছিলেন ভরণ-পোষণের বৃত্তি।

হঠাৎ চৌধুরী পরিবারে কুগ্রহের মতই উদয় হলেন এক আগন্তুক—যাকে দেখে চমকে ওঠেন কল্যাণী; পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় তাঁর। আগন্তুক শিবনাথ। নির্লজ্জের মতই সে স্বীকার করে তার বীরত্বের কাহিনীটা তারই একটা সুপরিকল্পিত প্রতারণার ফল। কল্যাণী বুঝতে পারেন স্বামীর প্রকৃতি পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলে তাঁর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত, তাঁর এত কষ্টে গড়ে তোলা সংসারের মান মর্য্যাদা সবই ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি সন্তানদের কাছে শিবনাথকে তাদের 'কাকা' বলেই পরিচয় দেন, 'কাকা' সেজেই এ বাড়ীতে থেকে যান শিবনাথ। স্বভাব দক্ষতায় অচিরে রতন সিকদারের গোপন মদের আড্ডার সন্ধান করে নেয় শিবনাথ। একদিন প্রকাশ্য এক সভায় মত্ত অবস্থায় এক লজ্জাকর ঘটনার সৃষ্টি করে চৌধুরী পরিবারের গৌরবোন্নত মাথা ধূলোয় লুটিয়ে দেয়

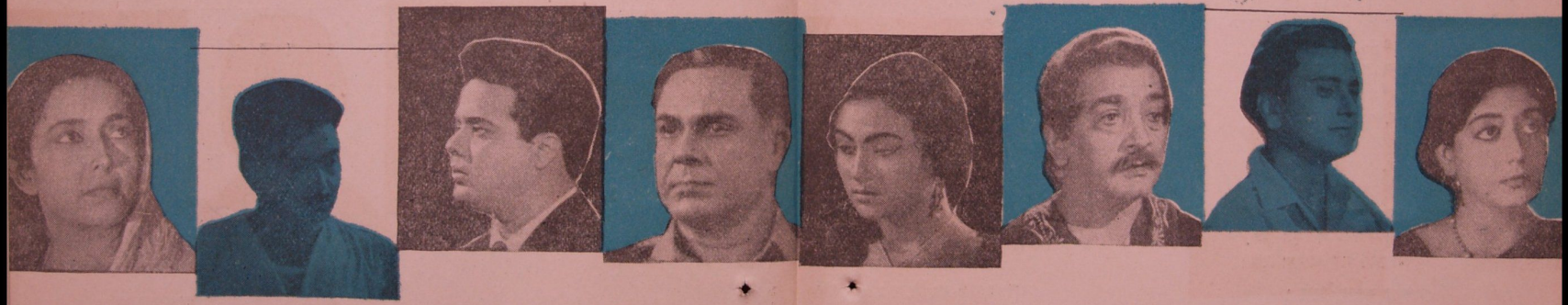

শিবনাথ। ক্ষুব্ধ কল্যাণী অজিত বোসের কাছে শিবনাথের প্রকৃত পরিচয় স্বীকার করে মনের ভার লাঘব করেন। শোচনীয় পরিণতির ভয় দেখিয়ে শিবনাথকে কুসুমপুর থেকে সরিয়ে দেন অজিত বোস।

রতন সিকদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে দিপালী বিশ্বাস সন্তান সম্ভবা হয়, কিন্তু সে দায়িত্ব অস্বীকার করে তাড়িয়ে দেয় তাকে। রতনের প্ররোচনায় দিপালী সব অপবাদ চাপিয়ে দেয় অমিতের ওপর। ক্ষোভে অপমানে সারা পরিবারটার ওপর একটা বিষণ্ণ অবসাদের কালো ছায়া নেমে আসে, এই ঘটনার সূত্রেই প্রশান্তর সঙ্গে ভারতীর বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

স্থানীয় একটা সংগীত প্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে এসেছিল কলকাতার জনপ্রিয় গায়ক অরূপ মিত্র। প্রতিযোগীতার প্রথম স্থান অধিকার করে আরতি অরূপের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে বিনিময়ে সে অরূপকে দিয়ে ফেলে নিজের অন্তরটা। অরূপ নিজের গুরুর কাছেই আরতির সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেয়। আরতি কলকাতায় চলে যায়, সঙ্গে যায় ভারতী নিজের প্রণয়ের ব্যর্থতা ভোলবার আশায়। সহজাত প্রতিভার বলে আরতি দ্রুত সংগীতে উন্নতি করতে থাকে এবং অরূপের সঙ্গে তার পূর্ব্বরাগ পরিণিত হয় গভীর ভালবাসায়।

এই সময়ে কুসুমপুরে হঠাৎ একদিন দিপালী বিশ্বাস খুন হয়। খুনী সন্দেহে পুলিশ গ্রেপ্তার করল অমিতকে।

জীবনের সায়াহ্নে এসে নিজের দুষ্কৃতির জন্য মনের কোথায় যেন

একটু অনুশোচনা, নিজের স্ত্রী আর সন্তানদের ওপর একটা মমত্ব-বোধ জেগেছিল শিবনাথের। কুসুমপুর ছেড়ে সে যেতে পারেনি, অমিত খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়াতে সে আর স্থির থাকতে পারলো না—সে যে তারই সন্তান। তা ছাড়া অমিত যে নির্দোষ তার অকাট্য প্রমাণও সে পেয়েছিল। জীবন পণ করে খুনীর সন্ধান করতে থাকে শিবনাথ। তারপর..... ....

★ ★ ★ ★ ★ ★

গান

[১]

তুমি কি এমনি করেই থাকবে দূরে—
আমার এ মন মানে না,
কেন যে ধরা না দিয়ে ডাকো
বাঁশীর সুরে।
রয়েছি একা একা, কবে যে পাবো দেখা—
যে ফাগুন যায় চলে সে আসেনা ঘুরে।
এখনো রাত্রি হলে, এ মন দীপ জ্বলে,
যেন তাই সাড়া পাই
তুমি কি আসবে ব'লে।
বুঝিনা এ কি খেলা—ভেঙ্গে যায় ফুল মেলা,
ভোমরা গুনগুনিয়ে আসেনা উড়ে।

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে :
শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখার্জী

[২]

ঠুন ঠুন ঠুন কাঁকনে যে কি সুর বাজেরে
মনের ময়ূরী মেলে দিল পাখা লাজেরে।
ফুলে ফুলে জাগে রঙের হাসি,
ভ্রমর কি সুরে বাজালো বাঁশী—
একি সাজে আজ ফাগুন সাজেরে।
মনে হয় কাছেতে এল কি দূর,
প্রাণে মোর বাজে কি গানের সুর।
বারে বারে শুনি আড়ালে থেকে—
পাখীর গান হয়ে কে গেল ডেকে,
একি খুশি জাগে মনের মাঝেরে।

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে :
সন্ধ্যা মুখার্জী

[৩]

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা—
কে বলে আজ তুমি নাই,
তুমি আছো মন বলে তাই।

তোমারই অমর নাম জয় গৌরবে,
স্মরণে যে চিরদিন জানি লেখা রবে—
মরণে হারায়ে, তোমারে খুঁজে পাই।

তোমার জীবন যেন কাহিনীর মতো,
হে বিজয়ী বীর ছিলো জয় তব ব্রত।
ধূপেরই মত যেন মরণেরই সুখে—
তোমারই জীবন তুমি দিলে হাসিমুখে
এ কথা কখনো যেন না ভুলে যাই।

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে :
শ্যামল মিত্র

[৪]

কথা না বলে যেওনা যেওনা চলে,
কথা না ব'লে।
এ মধু রাতে থাকো বঁধু সাথে—
তনুমন যেন অনুখন দোলে।

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে
চিণ্ময় লাহিড়ী ও সন্ধ্যা মুখার্জী

[৫]

ডেকোনা বাঁশীতে শ্যাম ধরি দুটি পায়,
জল নিতে যাবো তার নেই যে উপায়।
ও বাঁশী এ নাম ধরে এতো রাতে ডাকে মোরে,
যাব কি যাবোনা ভেবে—
কি করি যে হায়।

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে :
শ্যামল মিত্র, চিণ্ময় লাহিড়ী ও
সন্ধ্যা মুখার্জী

[৬]

সারাদিন তোমার কথাই মনে পড়ে
যখনই একা একা থাকি,
তখন তুমি কাছে এলে
মনে যে হয় ধরে রাখি।

আমার আকাশ তোমায় দেখে
নতুন করে হোল যে নীল,
আমার চোখের তারায় তোমার
আকাশেরই হোল যে মিল—

ছোট এ নীড় ছেড়ে এবার
উড়ে যাব দুটি পাখী।
জোনাকি—মন জ্বলে নেভে,
জানি এ পথ চিনে নেবে।

তুমি আমি মিশে গেছি একই সুরে একই গানে
সারাটি দিন যেন রিমঝিম বেজেছে তাই
আমার প্রাণে—
সবই যে আজ হোল বলা
কথা যত ছিল বাকি।

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে :
শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখার্জী

শ্রেষ্ঠাংশে :—

সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, শিশির বটব্যাল, সতীন ভট্টাচার্য্য, দীপিকা দাস, রুবী মিত্র, লতিকা দাসগুপ্ত, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু সেনগুপ্ত, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, সতু মজুমদার, নিরঞ্জন, ভানু, রমানাথ, সুনীল, অমর ঘোষ, রেবা মিত্র, সুপ্রভা সেন, বীণা ঘোষ, দীপালি দত্ত, বেলা দেবী, সতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, সুভাস, প্রদীপ, স্বপন ও আরো অনেকে।

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ হইতে মুদ্রিত, শিল্পী কুনাল কর কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত।